بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২১ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারল্যান্ড

"মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারল্যান্ডের এমন এক সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যা নিশ্চিত করে যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ — যেগুলো শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা — আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকের নিকট পৌঁছে।" — মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৯ জুন ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) সুইজারল্যান্ডের সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস আনসারুল্লাহ্র আমেলার (কার্যনির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ সুইজারল্যান্ডের উইগোল্টিঙ্গেনে নূর মসজিদে সমবেত হন।

দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার পর, হুযূর আকদাস এক এক করে প্রত্যেক আমেলা সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের একটি রিপোর্ট পেশ করে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

সভায়, হুযূর আকদাস মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারল্যান্ডকে নির্দেশনা প্রদান করেন, তারা যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তরুণ সদস্যদের নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য সহায়ক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন; আর নিজেদের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্বের বিষয়ে তিনি তাদেরকে তাগাদা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“নিজের পরিবারের নৈতিক ও ধর্মীয় লালন-পালনের বিষয়ে আনসার সদস্যদের নিবিড় মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এটি আনসারের দায়িত্ব তারা যেন শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, কিন্তু যতক্ষণ না তারা নিজেরা সর্বোচ্চ নৈতিক মানে উপনীত হবেন এবং সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, তাদের পক্ষে কীভাবে তাদের নিজেদের সন্তান এবং তরুণ প্রজন্মের পথ প্রদর্শন করা সম্ভব?”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তরবিয়তের (নৈতিক চরিত্র গঠনের) একটি পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে, আর পরবর্তীতে যে প্রজন্ম আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তাদের রক্ষা এবং পথ-প্রদর্শনের জন্য আপনাদের অবশ্যই অনেক বড় প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। আপনারা নিয়মিত নামাযে এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত; আর এখন যতই পরকালের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছেন, ততই আনসারের সংগ্রাম করা উচিত, যেন যারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন, তারা তাদের ধর্মের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সুতরাং, একজন আনসার সদস্যের কেবলমাত্র নিজের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে চলবে না; বরং, তাকে বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের কল্যাণ নিয়ে চিন্তিত হতে হবে।”

হুযূর আকদাস মজলিস আনসারুল্লাহর সদস্যদের শারীরিকভাবে আরও সক্রিয় হওয়ার এবং হাঁটা ও সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং যোগ্যতাসমূহের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তাদের জামা’তের সেবা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্যমান কুধারণার বিষয়ে হুযূর আকদাস আলোচনা করেন এবং তিনি বলেন যে, এমন পরিস্থিতির মুখে, আহমদীদের ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচারে নিজেদেরকে প্রয়াসকে আরো বহুগুণে জোরদার করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইসলামের বাণী প্রচারের বিষয়ে খুব বেশি মনোযোগ দিন। আমাদের বিরোধিতা যতই বৃদ্ধি পায়, ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টা সমান তালে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ... এখানে (সুইজারল্যান্ডে) ইসলামের প্রতি যে ধরনের (নেতিবাচক) অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়, তার সবচেয়ে যথার্থ প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা নিজেদেরকে তবলীগী (ধর্মের প্রচারের) কাজে আরো বেশি নিয়োজিত করি।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, ২০০৯ সালে সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি আইন পাশ করা হয়; আর এ বছর, কিছুদিন পূর্বে, সুইস জনগণ জনসমক্ষে নিকাব (মুখমণ্ডল আবৃতকারী পর্দা) নিষিদ্ধ ঘোষণার সপক্ষে ভোট প্রদান করেছে।

এ প্রসঙ্গে আমেলার একজন সদস্য এই মতামত পেশ করেন যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের লক্ষ করে গৃহীত এমন বৈষম্যমূলক নীতিসমূহকে জনমুখী রাজনৈতিক দলসমূহ 'ভোটজয়ী' বলে মনে করেন।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কোনো রাজনৈতিক দল মনে করে যে, এমন (ইসলাম-বিরোধী) নীতিসমূহ তাদের সপক্ষে আরো ভোটের কারণ হবে, তবে নিশ্চয়ই তারা জনগণের মানসিকতা পর্যালোচনা করার পর এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের ইসলাম-বিরোধী ধ্যান-ধারণা বা আবেগ-অনুভূতি থাকার প্রবণতা রয়েছে, আর রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে এমন বিষয়াদিকে ব্যবহার করছে।"

সুইজারল্যান্ডে একজন মুসলিম হিসেবে নিজের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণের ওপর সীমা আরোপকারী আইনগত নিষেধাজ্ঞাসমূহের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এর অর্থ এই যে, সুইজারল্যান্ডে প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। একদিকে সুইজারল্যান্ড দাবি করে যে, আমরা স্বাধীন এবং আমরা কারো প্রভাবের সামনে মাথা নত করি না; অথচ বাস্তবতা এই যে, ধর্মীয় স্বাধীনতায় ঘাটতি রয়েছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় ঘাটতি রয়েছে, আর নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণে স্বাধীনতার ঘাটতি রয়েছে।"

হুযূর আকদাস মি. খাদেম হোসেন ওয়ারাইখ-এর সঙ্গেও কথা বলেন যার পুত্র, মি. আব্দুল ওয়ারাইখ, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ বছর আর কিছুদিন পূর্বে মাউন্ট এভারেস্ট এর শীর্ষ থেকে নেমে আসার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পতাকা নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলোতে আরোহণ করার মাধ্যমে এর বাণীকে পৃথিবীর চরমতম প্রান্তগুলোতে পৌঁছানোকে নিজের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মরহুমের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং তার জন্য দোয়া করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনার পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। ইনশাআল্লাহ্, কোন সময় আমি তার গায়েবে জানাযা পড়াবো। তিনি নির্দিষ্ট একটি (মহৎ) উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, তার মৃত্যু একটি শাহাদত ছিল, কেননা, তার উদ্দেশ্য নেক ছিল। আল্লাহ্ তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তার নিজ জ্ঞানে যে পদ্ধতিকে তিনি যথাযথ মনে করেছেন, সেভাবে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পয়গামের প্রচার করে গেছেন, এমনকি তিনি সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকাও উড্ডীন করেছেন। ... তিনি এক উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়েই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।"

সবার শেষের দিকে হুযূর আকদাস বুঝিয়ে বলেন যে, বিভিন্ন বিভাগের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময়ে, আমেলার সদস্যদের একদিকে যেমন বাস্তবমুখী হওয়া উচিত, কিন্তু এর পাশাপাশি উচ্চাকাঙ্ক্ষীও হওয়া উচিত। হুযূর আকদাস বিশেষভাবে এ বিষয়ের উপর জোর দেন যে, সুইজারল্যান্ডের আনসারুল্লাহ্ যেন ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে আরও অনেক বেশি সচেতনতা ও উপলব্ধি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের দেশবাসীকে ইসলামের বাণীর সাথে এমনভাবে পরিচিত করানোর জন্য আপনাদের সংগ্রাম করা উচিত। তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান ইসলাম সম্পর্কিত ভয়-ভীতি বা সংকীর্ণতা যেন সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাসমূহ আপনাদের দেশের মানুষের কাছে অনেক বড় সংখ্যায় পৌঁছানো উচিত; যেন তারা অনুধাবন করতে পারেন যে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কী এবং এটি কার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সুতরাং, মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারল্যান্ডের এমন এক সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, যা নিশ্চিত করে যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ — যেগুলো শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা — আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকের নিকট পৌঁছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করবেন কিনা বা আমাদের প্রোগ্রামকে গ্রহণ করবেন কিনা, তা আমাদের হাতে নয় — আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মহান দায়িত্ব এটি নিশ্চিত করা যে, আমরা যেন ইসলামের বাণীকে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিই। সুতরাং, আপনাদেরকে যুগের চাহিদা, এবং জনগণের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সযত্নে বিবেচনায় নিতে হবে এবং নির্ধারণ করতে হবে, কোন্ ধরনের সাহিত্য বা তথ্য তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে ভীতি বা সংশয় রয়েছে, তা দূর করার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কম করে হলেও, সুইজারল্যান্ডের শহরে-নগরে বসবাসকারী পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের নিকট ইসলামের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য আপনাদের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। তাদেরকে ইসলামের শান্তি-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা উচিত এবং এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলা উচিত যে, ইসলাম সম্পর্কে মিডিয়াতে (গণমাধ্যমে) তারা যা-ই শুনেছেন বা দেখেছেন, তা ভুল। আপনাদের দায়িত্ব এমন অসাধারণভাবে পালন করুন, যেন এটি বলা যেতে পারে যে, ইসলামের প্রতি স্থানীয় জনগণের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে আপনারা এমন এক মহা বিপ্লব আনয়ন করেছেন।"